205161 - দরেী না করে মীনা ত্যাগ করা

প্রশ্ন

আমি শুনছেি যে, ১৩ ই যলিহজ্জ কংকর নক্ষিপে করা ঐচ্ছকি বষিয়; আবশ্যকীয় নয়। ১২ ই যলিহজ্জ কংকর নক্ষিপে করে আমরা মক্কার উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যতেে পারি; তাশরকিরে সবগুলো দনি মীনাতে থাকতে হবে না। এটি কি সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হজ্জপালনকারীর জন্য কংকর নক্ষিপেরে দনিগুলোর দ্বতিীয় দনি মীনা ত্যাগ করা জায়যে আছ; তৃতীয় দনিরে জন্য অপক্ষো না কর। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘অতঃপর যদি কউে তাড়াতাড়ি করে দুই দনিে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নইে এবং যে ব্যক্তি বলিম্ব করে আসে তারও কোনো পাপ নইে। এটা তার জন্য যে তাক্ওয়া অবলম্বন কর।’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২০৩]

জমহুর আলমেরে নকিট এটি জায়যে হওয়ার শর্ত হচ্ছ: হজ্জপালনকারী জমরাতগুলোতে কংকর নক্ষিপে করার পর সূর্য ডোবার পূর্বে মীনা থকেে বরে হয়ে যাওয়া। তখন তার উপর থকেে তাশরকিরে তৃতীয় দনি কংকর মারার বধিান মওকূফ হয়ে যায়। যদি সূর্য ডোবার আগে বরে না হয় তাহলে মীনাতে রাত্রি যাপন করা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। উমর (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য, তনিি বলনে: “যে ব্যক্তি তাশরকিরে মধ্যবর্তী দনি মীনাতে থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে গছেে সে ব্যক্তি আর মীনা ত্যাগ করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তী দনি জমরাতগুলোতে কংকর নক্ষিপে কর।”

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

“ঈদরে দনিরে পর যতটুকু সময় মীনাতে অবস্থান করা একজন হজ্জপালনকারীর উপর ওয়াজবি তা হলো: যলিহজ্জরে ১১ ও ১২ তারখি। পক্ষান্তর, যলিহজ্জরে ১৩ তারখি মীনাতে অবস্থান করা আবশ্যকীয় নয়। সইে দনি জমরাতগুলোতে কংকর নক্ষিপে করাও আবশ্যকীয় নয়; মুস্তাহাব। তবে যদি মীনাতে থাকাবস্থায় ১২ যলিহজ্জরে সূর্য ডুবে যায় তাহলে ১৩ই যলিহজ্জরে রাত মীনাতে থাকা ও পরবর্তী দনি সূর্য হলেে পড়ার পর তনিটি জমরাতে কংকর নক্ষিপে করা আবশ্যক হয়ে যায়।

আর উল্লখেতি আয়াতটরি মর্ম হচ্ছ: যে ব্যক্তি ঈদরে দনিরে পর আরও দুই রাত মীনাতে থকেে এবং ১১ তারখি ও ১২ তারখি তনিটি জমরাতে কংকর মরেে আর অপক্ষো না করে মীনা থকেে চলে যান তার কোন গুনাহ হবে না। তার উপর কোন দম (পশু

জবাই করা) আবশ্যক হবে না। কেননা তিনি তার উপর যা আবশ্যক সেটি আদায় করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করে মীনাতে ১৩ই যিলহজ্জের রাত্রিও যাপন করেন এবং ১৩ তারিখে তিনটি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করেন; তারও কোন গুনাহ নেই। বরং এই রাত্রিটি মীনাতে থাকা ও দিনে কংকর মারা তার জন্য উত্তম ও অধিক সওয়াবপূর্ণ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এটি করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তাআলা আয়াতটিকে শেষে করেছেন তাকওয়া ও শেষে দিবসের প্রতি ঈমান আনা এবং তাতে যে হিসাব ও পুরস্কার রয়েছে সে সবের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ দিয়ে; যাতে করে যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোকে স্মরণ করবে তার জন্য এটি আল্লাহ্র রহমতের আশায় ও শাস্তির ভয়ে বেশি বেশি নেকে আমল করা ও বদ আমল বর্জন করার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক হয়।

শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন মানী'

[গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/২৬৬, ২৬৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।